দেশ-বিদেশের শিক্ষক-শিক্ষণ

[ইংলণ্ড, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা]

শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু, এম. এ.
স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত
অধ্যক্ষ, ধর্মদা জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, নদীয়া

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০

মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, **অশোক পুস্তকালয়ের** পক্ষ হইতে শ্রীঅশোককুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬, **ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌** হইতে শ্রীমহাদেব মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

বাণীপুর স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ
শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার
শ্রদ্ধাভাজনেষু

॥ ভূমিকা ॥

"No system of Education can rise above the level of the teachers who serve it."*

সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর জীবনযাত্রা সংগ্রামমুখর। ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা আজ প্রচণ্ড প্রশ্নের সম্মুখীন। এই মহাকালের ক্ষমাহীন বর্বরতার মধ্যেও বেঁচে থেকে উত্তরাধিকারীদের উপযুক্ত বর্মে সজ্জিত ক'রে যেতে হবে। সেই বর্ম হ'ল জীবন-গঠন—আর জীবন গঠিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। সেজন্য শিক্ষাদর্শ তথা শিক্ষক-শিক্ষণের উপরও বর্তমান চিন্তাবিদ্‌দের দৃষ্টি পড়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষণ নির্ভর করে শিক্ষাদর্শের উপর, আবার সমাজ-দর্শনের উপর শিক্ষাদর্শ অনেকটা নির্ভরশীল। বর্তমান জগতের ক্রম-বর্ধমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃই চিন্তাবিদ্‌দের দৃষ্টি পড়েছে শিক্ষাদর্শের দিকে। শিক্ষা এমন হবে যাতে বিশ্ব-সমস্যার নিরসন সহজ হয়, এ-চিন্তা আজ সবার মনে। সেজন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে জানারও প্রয়োজন রয়েছে।

তুলনামূলক শিক্ষা

অন্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা জানার সঙ্গে সঙ্গে সে-দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক আদর্শের সন্ধান মেলে। জাতীয় শিক্ষাধারার মাধ্যমে জাতির সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে শিক্ষা সম্পর্কে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে তার সন্ধান পাওয়া এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনবোধে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা চলে। শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনাপ্রসঙ্গে Prof. J. Dover Wilson বলেছেন :

> "There is no reason why comparative education should not prove as interesting and fruitful a study as comparative politics. The time will come when men realise that the structure of a nation's educational system is as characteristic and almost as important as the form of its constitution. And when it does, we shall have our educational montesquiens

* H. C. Dent—*To be a Teacher*

analysing educational institutions and our Bryas classifying them."*

শিক্ষক-শিক্ষণ

বর্তমান প্রবন্ধে আমি শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার মধ্যে আলোচনাকে সীমিত করার প্রয়াস পেয়েছি। ভারতবর্ষের শিক্ষণ-ব্যবস্থার আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। সেজন্যই দেশ-বিদেশের শিক্ষণ-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক।

আলোচনার সীমা

প্রয়োজন-বিধায় আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। আলোচ্য দেশগুলির সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ভিত্তিতে শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করেছি। শিক্ষক-শিক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা করার ছিল, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তার স্থান না থাকায় কেবলমাত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শিক্ষক-শিক্ষণকে দেখার চেষ্টা করেছি। বিশ্লেষণমূলক আলোচনা থেকে যতদূর সম্ভব প্রবন্ধকে মুক্ত রেখেছি।

নির্বাচন

আলোচনার জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতবর্ষ বেছে নিয়েছি। নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী এই চারটি দেশ গণতন্ত্র অর্জন ও রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। চারটি দেশের জীবনাদর্শ, রাষ্ট্রাদর্শ ও সমাজ-দর্শন বিভিন্ন। পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এই চারটি দেশের প্রভাব অসামান্য। সেজন্য প্রাথমিক আলোচনা হিসাবে এই চারটি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার অবগতি অপরিহার্য ব'লে আমার বিশ্বাস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পুস্তকাদি ছাড়াও এই আলোচনায় ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেকের কাছে ঋণী। তাঁদের মধ্যে বাণীপুর স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার স্মরেণ্য। বাণীপুর মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীরাধাবিনোদ সুরাল পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

* Hans, Nicholas—*Comparative Education* (Routledge and Kegan Paul Ltd., London), P. 7

সূচীপত্র

।। ইংলণ্ডের শিক্ষক-শিক্ষণ ।।

॥ ইংলণ্ডের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ॥

ইংলণ্ড একটি প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশ। অর্থনীতি ও সামাজিক আদর্শ বিভিন্ন পরিবর্তনের পথ বেয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ইংলণ্ড থেকে ক্রমশঃ ব্যক্তিপ্রাধান্য অন্তর্হিত হওয়ার পথে। এই অগ্রগতির পথে সামান্য বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল দ্বিতীয় মহাসমর।

অবশ্য বিগত মহাসমর অবিমিশ্র খারাপ কিছু করেনি। যুদ্ধের ফলে বিদেশের বাজার মন্দা হওয়ায় অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ীর পতন ঘটে। শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমশঃ কমে আসে। যদিও রাশিয়ার মতো বিপ্লবের পথে সামগ্রিক পরিবর্তন ইংলণ্ডে সংঘটিত হয়নি, কিন্তু পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে এর পরিবর্তন অলক্ষ্য নয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

১৯২৬ সালের Hadow Report থেকেই ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে নবযুগের সূত্রপাত। সে সময় থেকেই সারা দেশে এক রকম শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৪৪-এর শিক্ষা আইন পূর্ববর্তী সমস্ত শিক্ষা আইনের যবনিকা টানলো। শিক্ষা-ব্যবস্থার দুটি দিকই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো—পরিবর্তন এবং পুরাতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান।

১৯০২ সালের শিক্ষা আইনের পর ইংলণ্ডে তিন ধরনের স্কুল চালু ছিল। (১) ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক Elementary শিক্ষা ; (২) ধনীদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল ও (৩) তাদের জন্য Public School—যেখান থেকে অক্সফোর্ড

ও কেমব্রিজে ছাত্র যায়। ইংলণ্ডের এই শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা তার সমাজকেই প্রতিফলিত করে।

পুরাতন Board of Education-এর Public Schoolগুলির উপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না, কিন্তু Elementary ও সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলগুলির উপর কর্তৃত্ব ছিল। Hadow এবং Spens Report-এ পরিচালনা, সাহায্য, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল। পূর্বে স্থানীয় পরিচালকদের মধ্যে অধিকার ও পরিধি নিয়ে অনেক ভ্রান্তির অবকাশ ছিল। County Council এবং County Boroughদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের উপর কর্তৃত্ব ছিল। এই বিভিন্ন কর্তৃত্বের জন্য কোন অঞ্চলে একটি যৌথ পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই ধরনের বিভিন্ন অসুবিধার অনেক সমাধান ঘটে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে। স্থানীয় শিক্ষা সমিতিগুলির (Local Education Authority) ক্ষমতার পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ১৯৪৪-এর আইনের পর সরকারের শিক্ষা-দপ্তর স্থানীয় শিক্ষা পরিচালক সমিতির উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা পেল। দেখার কথা, ১৯৪৪-এর শিক্ষা আইন সমগ্র দেশব্যাপী এক প্রকার শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে*। ১৯৪৪-এর আইন অনুসারে সাহায্যপ্রাপ্ত ও অ-সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের নূতন নামকরণ হ'ল যথাক্রমে Council Schools ও Voluntary Schools. ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল।

---

* Hans Nicholas—*Comparative Education*, P. 258

আর একটি সমস্যা নিয়ে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা কমিশনকে নীতি নির্ধারণ করতে হয়। ১৯৩৮ সালের Spens Report-এ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পরিধি সম্পর্কে কিছু সুপারিশ ছিল। ১১+ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার শুরু হওয়া উচিত, এই ছিল সুপারিশ। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ঐ রিপোর্টে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল তিন ধরনের স্কুল করার :—

Spens Report

(ক) প্রাচীনপন্থী গ্রামার স্কুল ;

(খ) উচ্চ কারিগরী স্কুল এবং

(গ) মডার্ন স্কুল।

১৯৪৪-এর আইনে এগুলি স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে।

এক হিসাবে বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামার স্কুলগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। চিরাচরিত প্রথায় (traditional) এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামার স্কুল ও উচ্চ কারিগরী স্কুল পাশাপাশি চলে। ১১+ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই দুই ধরনের স্কুলে নেওয়া হয়। যেহেতু এত অল্প বয়সে ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষার গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, সেজন্য প্রথম দু'বছর এই দুই স্কুলের পাঠ্যক্রম প্রায় একরূপই থাকে। ১৩+এ পুনরায় পরীক্ষা ও Cumulative Report অনুযায়ী পুনর্নিবাচন করা হয়। যে সব ছাত্র গ্রামার বা কারিগরী স্কুলে যেতে পারে না, তারা মডার্ন স্কুলে ভর্তি হয়।

গ্রামার স্কুল

উক্ত তিন রকমের স্কুল অনেক সময় একই বিদ্যালয়-ভবনে হ'য়ে থাকে। এই ব্যবস্থাযুক্ত স্কুলের নাম Comprehensive School.

Comprehensive School

ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আর দু'রকমের শিক্ষায়তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এক হ'ল পাবলিক, অপরটি হ'ল প্রাইভেট।

পাবলিক স্কুল

পাবলিক স্কুল সাধারণ অর্থে সাধারণের জন্য সরকারী স্কুল বুঝালেও আসলে এগুলি স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষায় প্রধানতঃ এসব স্কুল থেকে ছাত্র যায়। অষ্টাদশ শতকে 'ইটন্' (১৪৪১), 'উইন্চেস্টার' (১৩৪৭), 'সেন্ট পল্স্' (১৫১০), 'হ্যারো' (১৫৭১), 'রাগবী' (১৫৬৭) প্রভৃতি নয়টি গ্রামার স্কুল মিলিত হ'য়ে একটি পৃথক দল গঠন করে। পরে এদের নাম হয় Great Public Schools. পাবলিক স্কুলে পড়ানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।

॥ শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাস ॥

"Hence the first training colleges were 'wholesale shops' where teachers acquired, in the shortest possible time, a double dose of 'useful' facts which they disgorged to their customers through retailers —'the monitors', who acted as 'go-betweens' between the teachers and the children."*

অন্যান্য সব দেশের ন্যায় শিক্ষণের কাজে বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক দিকে ইংলণ্ডও বিশেষ জোর দেয়নি। প্রাথমিক আমলের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সামান্য শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান হ'ল Battersea.

* D'Souza & Chatterjee—*Training for Teaching in India & England*—(Orient Longmans), P. 4

এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের কোনরূপ শিক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। এই সময় অনেক গ্রাজুয়েট্ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করতে লাগল। শিক্ষণ-

১৮৯০—১৯১৮

প্রাপ্ত হ'য়ে যখন মাধ্যমিক স্কুলে চাকরি করতে গেল—দেখা গেল, শিক্ষক হিসাবে তারা ভাল কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এসব সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে ১৮৯০ সালে London Day Training College স্থাপিত হ'ল। এর পর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছরের ট্রেনিং-কোর্স খোলা হয়। এসবের ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের বহুদিনের ধারণা—প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেশী পড়াশোনা করা এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রয়োজন নেই—তা দূর হ'ল। ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনে Training College Code লিপিবদ্ধ হ'ল। ক্রমে ক্রমে ১৯১৮ সালে শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করলো।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে অন্যান্য সমস্যার ন্যায় শিক্ষা-সমস্যাও ইংলণ্ডে প্রকট হ'য়ে উঠলো। এই যুদ্ধ মানুষকে অনেক দিকে চিন্তিত ক'রে তুললো। ইংলণ্ডের মানুষ শিক্ষা সম্পর্কে নূতন ক'রে চিন্তা শুরু করলো। শিক্ষার উদ্দেশ্য, মূল্য, মান ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। ফলে শিক্ষা-পদ্ধতিতেও

১৯১৮—১৯৩৯

অনেক পরিবর্তন সূচিত হ'ল। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষণ-পদ্ধতিও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হ'য়ে পারল না। শিক্ষা সম্পর্কে সব-কিছু বিচার-বিবেচনা ক'রে Hadow Report প্রকাশিত হ'ল। ১৯৩৮ সালের Spens Report-এ উত্তর-প্রাথমিক শিক্ষা

সম্পর্কে বিশেষ সুপারিশ প্রদত্ত হ'ল। এই রিপোর্টে সর্বপ্রথম 'মাধ্যমিক' শব্দ ব্যবহৃত হ'ল।

যুদ্ধোত্তর যুগের শিক্ষা-সংস্কারের ঢেউ প্রাথমিক দিকে ট্রেনিং কলেজের স্বাভাবিক বিকাশকে কিছুটা স্তিমিত করলেও, কিছুদিনের মধ্যেই সে অবসাদ কাটিয়ে ট্রেনিং কলেজগুলি নূতন ব্যবস্থামতো শিক্ষণের ব্যবস্থাপনায় সমর্থ হ'ল। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ Sir T. P. Nunn একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন :—

> "It is not possible that changes so drastic in the schools they serve should not be reflected in the Training Colleges. At the moment there are visible in the Training Colleges the uncertainty of aim and a lack of a definite policy that are inevitable in a time of transition. But as the recognization of the school system develops a corresponding new orientation in the Training College System will necessarily follow."*

শিক্ষক-শিক্ষণ-ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হ'ল।

১৯৩৯—১৯৪৯

দ্বিতীয় মহাসমর পুরাতন চিন্তাধারাকে ধুয়ে মুছে নূতন যুগের পত্তন করলো। মানুষ জীবনের মূল্য নূতন ক'রে ভাবতে শিখলো। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক নূতন পথের সন্ধান মিললো। ইংলণ্ডের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'ল। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উপলব্ধি করলেন, শিক্ষার

---

* Nunn, T. P.—*The Training of Teachers in England and Scotland*—Year Book of Education, 1932, P. 463

ধারা বদলাতে হবে। সর্বজনীন শিক্ষা কেবল ব্যক্তির প্রয়োজনেই নয়, দেশের প্রয়োজনেও অপরিহার্য। কেবলমাত্র কয়েক বছরের স্কুল বা কলেজের শিক্ষাই সব নয়—সমগ্র জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয় সেই শিক্ষার বনিয়াদ গড়বে। এই সব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন প্রণীত হ'ল। বর্তমান যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে এত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়তো এখনও আর একটি রচিত হয়নি। বয়স অনুসারে তিনটি বিভাগে শিক্ষার তিনটি ক্রম নির্দিষ্ট হ'ল। এই ক্রম তিনটি পরস্পর বিযুক্ত নয়—সংযুক্ত।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে পার্থক্য দূর হ'ল। শিক্ষাক্ষেত্রে—তা প্রাথমিকই হোক বা মাধ্যমিকই হোক—সকলকে শিক্ষিত হ'তে হবে। বর্তমান কালের শিক্ষককে 'স্কুল-শিক্ষক' না ব'লে 'জীবন-শিক্ষক' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। এই ক্রান্তি-কালে শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী Mr R. A. Butler, Sir A. Mac-Nair-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করলেন। এই কমিটি বিশেষভাবে তদন্ত ক'রে ১৯৪৪ সালে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। পুরাতন শিক্ষণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। তিনটি প্রস্তাবে এই কমিটির আদর্শ ও সুপারিশের গতি সম্পর্কে সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) শিক্ষকদের সামাজিক মানোন্নয়ন অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে পার্থক্য লুপ্ত করতে হবে।

(২) প্রত্যেক শিক্ষককে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হবে—সাধারণ ও বৃত্তি শিক্ষা—উভয়ই।

(৩) শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কমিশন প্রস্তাব করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও তার ভার দেওয়া সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

ইংলণ্ডের বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা Mac-Nair Committee-র সুপারিশ অনুযায়ী চলছে।

॥ নির্বাচন ॥

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য উপযুক্ত লোক-নির্বাচন একটি সমস্যা। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ নির্বাচন চলে—(ক) স্কুল, (খ) ট্রেনিং কলেজ এবং (গ) অস্থায়িভাবে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে। শিক্ষক-নির্বাচনের জন্য কতকগুলি নীতি মেনে চলা হয়।

স্কুল

মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের মধ্য থেকে শিক্ষকতার উপযুক্ত লোক নির্বাচন করেন। তিনি তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ট্রেনিং কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানান। সেই বিচারের ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্কুল পাস করলে ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের বৃত্তি-শিক্ষার জন্য ট্রেনিং কলেজে পাঠানো হয়।

ট্রেনিং কলেজ

ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক শিক্ষার্থিগণ পরীক্ষিত হন। নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীর সম্পূর্ণ পরিচয় জানার চেষ্টা করা হয়; যেমন—শিক্ষাগত যোগ্যতা, অনুরাগ ও গুণাবলী ইত্যাদি। স্কুলের

Cumulative Record এ সম্পর্কে অনেক সাহায্য করে। নির্বাচনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় :—

(১) **বয়স** : শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক হ'তে হবে।

(২) **শিক্ষাগত যোগ্যতা** : শিক্ষার্থীর অবশ্যই সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে স্কুল ফাইনাল পাস। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বিশেষ বিবেচনা করা হয়।

(৩) **প্রধান শিক্ষকের রিপোর্ট** : শিক্ষা, বুদ্ধি, চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সার্টিফিকেট অবশ্যকাম্য। কেবল তাই নয়—শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-বহির্ভূত কাজে উৎসাহ ও পরিধি সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে হবে। নেতৃত্ব, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণও আবশ্যিক।

এসব পরীক্ষা করার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রার্থীকে ইণ্টারভিয়ুর জন্য ডাকেন। নির্বাচন কমিটিতে সাধারণতঃ থাকেন কলেজের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ, পরিচালক সমিতির একজন সদস্য, স্থানীয় একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, একজন সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি।

কার্যরত শিক্ষকদের মধ্য থেকেও শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়।

অস্থায়ী শিক্ষক থেকে নির্বাচন

শিক্ষকতার প্রথম দু'বছর হ'ল পরীক্ষামূলক কাজ। এ সময়কে বলা হয় :

> "The acid test of the teaching efficiency of a candidate generally comes in the first or second

year of actual teaching. These years, accordingly, must be treated as years of probation and as testing time."*

নির্বাচন সম্পর্কে বলতে গেলে সত্যই বলা চলে, স্কুল থেকে যে নির্বাচন শুরু হয়, শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকের সমগ্র জীবনব্যাপী সেই নির্বাচন অব্যাহত থাকে। এ সম্পর্কে বলা হ'য়ে থাকে :—

"Good teachers cannot be identified blindly from records, intuitively from interviews and automatically by tests or examinations."‡

শিক্ষকদের অবশ্যই উত্তমরূপে শিক্ষিত হ'তে হবে। এ সম্পর্কে শিক্ষাগত যোগ্যতা Mac-Nair Committee বলেছেন :—

"The best preparation a young person of 18 or upwards can have for his future work is a course of study and activity which will result in his achieving a balanced development of mind and body."†

আসল কথা, প্রতিটি শিক্ষককে যথার্থভাবে শিক্ষিত হ'তে হবে। কেবলমাত্র কতকগুলি অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নয়। সে শিক্ষা যেন জীবন-কেন্দ্রিক হয়।

---

* D'Souza & Chatterjee : *Training for Teaching in India & England*, P. 37

‡ *Appraising Teacher Personnel*—P. 3, quoted from *Training for Teaching in India & England*, P. 37

† *Teachers and Youth Leaders* (Mac-Nair Committee Report), P. 64

"Learning is an activity of thought, it is not a stuffing of the mind with facts. We must be able to use what we learn, test it, through it into fresh combinations. It must become vibrant with power, radiant with light."*

॥ বৃত্তি-শিক্ষা ॥

ইংলণ্ডে শিক্ষণকাল সাধারণতঃ দু'বছর। এই স্বল্পকালের মধ্যে শিক্ষকতা-বৃত্তি সম্পর্কে শিক্ষা নেওয়ার পক্ষে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ব'লে ম্যাক-নায়ার কমিটি মনে করেন :

(১) ইংরাজী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা এবং বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার ক্ষমতা ;

(২) শিক্ষার প্রাথমিক নীতি সম্পর্কে ধারণা এবং

(৩) শিক্ষাদান-কার্যে কিঞ্চিৎ দক্ষতা।

স্নাতক শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগে এক বছরের শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডে বর্তমান এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৭ এবং প্রতি বছর প্রায় ৩,০০০ শিক্ষক শিক্ষা পান।

স্নাতকপূর্ব শিক্ষকরা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে শিক্ষা পান। এখান-

---

* *Report of the University Education Commission*, 1948-49, P. 4

কার শিক্ষণকাল দু'বছরের। ১৯৬০ সাল থেকে শিক্ষাকালকে তিন বছর করা হয়েছে*।

পাঠ্যক্রম

সাধারণতঃ পাঠ্যক্রমকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—(১) শিক্ষানীতি ও দর্শন; (২) শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান; (৩) শিশু ও সমাজ বিজ্ঞান; (৪) শিশু-সমীক্ষা ও বিদ্যালয় স্বাস্থ্য; (৫) শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষাদান অভ্যাস।

শিক্ষাদানের অভ্যাস (Teaching Practice)

শিক্ষাদান অভ্যাসের সময় ও কাল নিয়ে কিছু মতবিরোধ আছে। সরকার ১২ সপ্তাহের অভ্যাস-কার্যের নির্দেশ দিয়েছেন। অনেকের মতে, এই ১২ সপ্তাহের কিছু অংশ শিক্ষাগ্রহণের পূর্বেও হ'তে পারে। আবার অনেকের মতে, সমগ্র শিক্ষাকালব্যাপী সপ্তাহে ২।৩ দিন অভ্যাস চলতে পারে।

অধিকাংশ কলেজেই একসঙ্গে ১২ সপ্তাহের পাঠদান অভ্যাস হয় না। সেখানে Block Practice-এর ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ একসঙ্গে ৪ সপ্তাহ ক'রে তিনবার বা ৩ সপ্তাহ ক'রে চারবার অভ্যাস করানো হ'য়ে থাকে। মোটকথা, ১২ সপ্তাহের পাঠদান অভ্যাস আবশ্যিক ব'লে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন।

পাঠদান অভ্যাসের স্তর প্রধানতঃ চারটি ঃ—

(১) সবরকম পরিবেশের স্কুল ও ছাত্রদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ।

---

* Peterson A. D. C., Director, University of Oxford. Department of Education, Training of Teachers—*Education in the United Kingdom*, P. 27

(২) অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের প্রদত্ত আদর্শ পাঠদান নিরীক্ষণ।

(৩) নির্দেশিত ও পরিচালিত পাঠদান অভ্যাস।

(৪) কম-বেশী স্বাধীনভাবে পাঠদান অভ্যাস।

॥ পরিচালনা ॥

এতদিন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগের মধ্যে সত্যকার সংযোগ ছিল না। এই সংযোগ রক্ষা আবশ্যিক বিধায় নিম্নোক্ত উপায়ে তা করার চেষ্টা করা হয়েছে :—

বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শিক্ষাসংসদ্ (L. E. A.) এবং শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা মিলে একটি যৌথ সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি পাঠ্য-তালিকা প্রণয়ন, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞানপত্র প্রদান প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা করেন। Board of Education শিক্ষা পরিদর্শকদের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের Joint Boardগুলির শিক্ষাগত মান ঠিক রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উপযুক্ত সংযোগ না দেখে ম্যাক-নায়ার কমিটি মন্তব্য করেন :—

জয়েণ্ট বোর্ড

> "The Board of Education (Ministry) must for many years to come, and perhaps always, be the sole authority with power to recognize a person as a qualified teacher, but neither the Board nor any other central authority should conduct or directly control the education and training of teachers. We

therefore, picture a national service consisting of a number of Area Services with high degree and autonomy."*

আঞ্চলিক শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান (Area training organization)

এই আঞ্চলিক শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের হাতে থাকবে। যদিও পরিচালনা করবেন একটি কমিটি যাতে থাকবেন—(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগ, (২) শিক্ষণ মহা-বিদ্যালয়, (৩) স্থানীয় শিক্ষাসংসদ্ (L. E. A.) এবং শিক্ষণ-কার্যরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট এর সভাপতি মনোনীত করবেন।

আঞ্চলিক শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হ'ল ঃ

(১) শিক্ষণ-কার্য তত্ত্বাবধান ;
(২) পরীক্ষা গ্রহণ ;
(৩) পরবর্তী শিক্ষণ-পরিকল্পনা ;
(৪) কর্মরত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পুনরায় শিক্ষার ব্যবস্থা ;
(৫) অভীপ্সার মাধ্যমে অভিজ্ঞানপত্র দানের সুপারিশ ;
(৬) গবেষণায় উৎসাহ দান ;
(৭) সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দান।

---

* *Teachers and Youth Leaders*, P. 152

॥ ইংলণ্ডের শিক্ষণ-বিষয়ে সাম্প্রতিক চিন্তা ॥

(Recent trends in teacher Education in England)

ইংলণ্ডের শিক্ষণ-ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিত্য-পরিবর্তনশীল না হ'লেও, ম্যাক-নায়ার কমিটি রিপোর্টের পর এদিকে অনেকের দৃষ্টি পড়েছে এবং নূতন নূতন চিন্তাও শুরু হয়েছে।

ইংলণ্ডে সাম্প্রতিক কালে শিক্ষক-শিক্ষণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মতবাদ গড়ে উঠেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনের ব্যবস্থা থাকায় অনেক বিশেষজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছে। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এভাবে উচ্চতর গবেষণা সম্ভব হবে ব'লে অনেকে মনে করেন।

সাধারণতঃ সামাজিক জীব হিসাবে সর্বত্রই শিক্ষকদের মর্যাদা আশানুরূপ নয়। ইংলণ্ডে এদিকে চিন্তা শুরু হয়েছে। শিক্ষকতা-বৃত্তিকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দিকে দৃষ্টি পড়েছে। মোটামুটি চিন্তা হ'ল ঃ

(১) শিক্ষককে শিক্ষিত হ'তে হবে।

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নির্বিশেষে প্রত্যেক শিক্ষককে শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'তে হবে।

(৩) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের একইরূপ শিক্ষণ-ব্যবস্থা।

(৪) আরও দীর্ঘসময়ের জন্য পাঠদান অভ্যাসের ব্যবস্থা।

(৫) ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরের শিক্ষণ।

(৬) বৃত্তি-শিক্ষার সঙ্গে বিষয়-শিক্ষা।

(৭) মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান একই স্থানে হবে ও একই শিক্ষক দ্বারা শিক্ষণ-ব্যবস্থা।

(৮) সমস্ত শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় আনার চেষ্টা।

(৯) শিক্ষক-শিক্ষণের সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের (specialisation) সুযোগ দানের চেষ্টা চলছে।

(১০) পুনঃ-শিক্ষণ-ব্যবস্থার (refresher course) কথাও আজ চিন্তা-বহির্ভূত নয়।

॥ সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষক-শিক্ষণ ॥

॥ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ॥

"শিক্ষার নামে মানুষ যে বেড়া সৃষ্টি করেছে, মজুরদের উন্নতির পথে এটি একটি বাধা,—এ বেড়া ভেঙে ফেলতে হবে।"—**লেনিন**

পনেরটি স্বাধীন সমানাধিকার-বিশিষ্ট সার্বভৌম রাজ্য নিয়ে জাতীয় ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বেচ্ছাপ্রসূত সম্মিলনের ভিত্তিতে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের আয়তন ২ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ২০ কোটিরও বেশী। সোভিয়েট ইউনিয়ন ৬০টি বিভিন্ন জাতি, জাতীয় দল ও আদিবাসীকে নিয়ে গঠিত।

সোভিয়েট রাশিয়া হ'ল শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে সংগঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। এখানে সর্বহারাদের সর্বময় প্রভুত্ব বর্তমান। শ্রম-বিভাগ অনুযায়ী সমাজ-বিভাগ এখানে অনুপস্থিত।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের ১১৮—১২২ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের কাজ, শিক্ষা ও বিশ্রামের অধিকার আছে*। এখানে নারী-পুরুষনির্বিশেষে মানুষের সমানাধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

সাম্যবাদের ভিত্তিতে গঠিত এই দেশ অতি অল্পদিনের মধ্যেই যুগ-যুগ-সঞ্চিত গ্লানি দূর ক'রে শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্র-গঠনে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, উৎপাদনে, আর্থিক স্বাবলম্বনে—এক কথায় সর্বাত্মক উন্নতি-সাধন করেছে। কেবল উন্নতি করেছে বললে ঠিক বলা হয় না —সমগ্র পৃথিবীতে একটা প্রচণ্ড শক্তি ব'লে স্বীকৃত হয়েছে।

---

* Constitution of the U. S. S. R.—Chap. I, art. I & II.

॥ শিক্ষা-ব্যবস্থা ॥

"The first measure will be general education, of all children, without exception, at State's cost ; equal education for all and continuous to an age at which the individual is capable of taking his place as an individual member of society."—*Engles**

বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়ায় জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। সমগ্র দেশের এক-চতুর্থাংশেরও কম শিক্ষার সুযোগ পেত। ১৯১৪ সালে হাজার-পিছু ৫৮ জন মাত্র কোন-না-কোন স্কুলে যোগ দেবার সুযোগ পেত। অক্টোবর বিপ্লবের আগে সমগ্র রাশিয়ায় শিক্ষার ক্রম অনুসারে বিভক্ত বিদ্যালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি। অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পড়তো সামরিক স্কুলে বা আইন বিদ্যালয়ে—অভিজাত মেয়ে-স্কুলে। মাধ্যমিক শিক্ষা অর্থাৎ 'গেমনাজিয়া' নামেমাত্র সর্বসাধারণের জন্য অবারিত থাকলেও আসলে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই ছিল অভিজাত শ্রেণীর। ৪৮টি অধিজাতির কোন বর্ণমালা পর্যন্ত ছিল না।

সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে অন্যান্য ব্যবস্থার মতো শিক্ষা-ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

---

* "Zwei Reden in Elberfield."—*Gesamtansgable*—Vol. 4 : Part I, P. 380—quoted from Mourice J. Shore,—Soviet Education,—Philosophical Library, P. 7

সোভিয়েট শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল কম্যুনিস্ট সমাজের উপযোগী নাগরিক সৃষ্টি। কম্যুনিস্ট সমাজের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করা এবং সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা। সোভিয়েট সমাজ-দর্শনের শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সোভিয়েট সংবিধানের ১২১নং ধারা অনুসারে নাগরিকদের শিক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং নানা রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে প্রাথমিক দিকে মাতৃভাষায় সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা, ব্যাপকভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি, বিনা বেতনে মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার,—ভাল ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিয়ে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে লোকশিক্ষা বলতে বোঝায় প্রাক্-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, সাধারণ বিদ্যালয়, শিশুদের জন্য বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থা, বৃত্তি-শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক ও উচ্চ সাধারণ বিদ্যালয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান*।

প্রাক্-বিদ্যালয়

সোভিয়েট ইউনিয়ন শিশু এবং কিশোরদের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপনা করেছে। সোভিয়েট প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষায়তনগুলির উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কিণ্ডারগার্টেনে

* সোভিয়েট ইউনিয়নে লোকশিক্ষা—বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনালয়, মস্কো। পৃ. ৯

ছেলেমেয়েদের নিজের নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য এখানকার প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হ'ল স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শরীর-চর্চা।

প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিন থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নেওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের রেখে মায়েরা কাজে যেতে পারে এবং জাতীয় উৎপাদনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিণ্ডারগার্টেনগুলির উদ্দেশ্য হ'ল ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তির বিকাশ। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আর কথা বলার ক্ষমতা বাড়ে, নিজের মাতৃভাষায় স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে কথা বলতে এবং দশ পর্যন্ত গুণতে শেখে।

প্রাক্-বিদ্যালয়ে কাজ করার জন্য প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষণ-বিভাগে কর্মীদের বিশেষ উচ্চ বা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে তিন ধরনের সাধারণ বিদ্যালয় আছে : (১) ৪ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়—৭ বছর থেকে ১১ বছরের শিশু ; (২) ৭ বছরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়—৭ বছর থেকে ১৪ বছরের শিশু ; (৩) ১০ বছরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়—৭ বছর থেকে ১৭ বছরের শিশু।

সাধারণ বিদ্যালয়

অধিকাংশ স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগ পৃথক নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপনান্তে ম্যাট্রিকুলেশনের অনুরূপ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় ১৯৩০ সালের ১৪ই আগস্ট। এই আইনে সারাদেশে অন্ততঃ চার বছরের

এবং শিল্পপ্রধান নগর, কারখানাবহুল শহর, অথবা মজুর-বসতিতে সর্বজনীন সাত বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী ক'রে পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। 3 R অবশ্য গ্রাহ্য, সেজন্য মাতৃভাষাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই যাতে সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে, তার ব্যবস্থার ত্রুটি নেই।

পাঠ্যক্রম

(ক) প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যক্রমঃ রাশিয়ান বা মাতৃভাষা, গণিত, লিখন, অঙ্কন, সঙ্গীত ও স্বাস্থ্য চর্চা। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল তৃতীয় শ্রেণীর পূর্বে শুরু হয় না।

(খ) মাধ্যমিক পর্যায় (১২+—১৫+) ঃ (১) বিদেশী ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক—ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ বা জার্মানী; (২) বীজগণিত; (৩) জ্যামিতি; (৪) রসায়ন; (৫) পদার্থ-বিজ্ঞান। মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষ বছরে সমাজ-বিজ্ঞান ও যুদ্ধ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়*।

(গ) উচ্চ বিদ্যালয় (১৫+ —১৮+) ঃ স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত বিষয়-নির্বাচন এখানেই শুরু হয়। নির্বাচিত বৃত্তি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুল বা শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করে†।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র

---

* King Beatrice—*Education in the U. S. S. R.*, International Publishing House, P. 58

† Ibid, P. 59

কর্তৃক পরিচালিত হয়। ফলে সমস্ত বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যক্রম চালু আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটি শিক্ষায়তনে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করা যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উঁচু শ্রেণীতে ও উচ্চশিক্ষায় বেতন-প্রথা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে তা-ও বন্ধ করা হয়েছে।

১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে এক নূতন ধরনের বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছে। স্বল্প আয়বিশিষ্ট বা বৃহৎ পরিবারের শিশুদের বোর্ডিং স্কুলে নেওয়া হয় এবং সরকার তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পর যে কেবল উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার পথটিই খোলা থাকে, তা নয়। ১৯৫৪ সালে সোভিয়েট সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচুর কারিগরী বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। এখানকার শিক্ষাকাল ৬ মাস থেকে ২ বছর। এখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভর্তি করা হয়।

শিক্ষাপর্ব শুরু হয় ১লা সেপ্টেম্বর। দুটি ষান্মাসিকে বছর বিভক্ত। পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রতি ষান্মাসিক পর্বের শেষ তিন বা চার সপ্তাহ থাকে পরখ ও পরীক্ষাদির জন্য।

সোভিয়েট শিক্ষার ভবিষ্যৎ

বিগত কয়েক বছরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে। সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এই গতির সঙ্গে ঠিকভাবে তাল রেখে চলতে পারেনি। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদী সমাজের পুনর্গঠনের জন্য ১৯৫৯—৬৫ সালের এক সাতসালা পরিকল্পনা নিয়েছে।

সোভিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থাও বিদ্যালয় ও জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়নি। ১৯৫৮ সালে সর্বোচ্চ সোভিয়েট (Supreme Soviet) এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঠিক হয়েছে, মাধ্যমিক ও কারিগরী বিদ্যালয়ে সাত বছর শিক্ষার পরিবর্তে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক আট বছরের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হবে। সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি (একাদশ শ্রেণীর) ক্রমশঃ বর্তমানের দশসালা বিদ্যালয়গুলির উচ্চতর শ্রেণীগুলির স্থান অধিকার করবে*।

॥ *শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাস* ॥

শিক্ষা-ব্যবস্থা যেমন নির্ভর করে দেশের সামাজিক আদর্শের উপর, তেমনি দেশের শিক্ষাদর্শের উপর শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা নির্ভরশীল। কাজেই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার সঙ্গে জারের যুগের শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার পার্থক্য অদৃষ্ট নয়।

জারদের আমলে রাশিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা তিন রকমের ছিল ঃ

(১) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-সভা।

(২) উচ্চ প্রাথমিক (higher elementary) স্কুলের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান।

(৩) মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগ।

---

* U. S. S. R.—Pamphlet

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিকাংশই কৃষক-শ্রেণী থেকে আসত এবং তাদের মধ্যে প্রায় কেউ মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়নি। উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের একটি প্রধান অংশ আসত কৃষক-শ্রেণী থেকে। তবে তাদের আট বছরের সাধারণ শিক্ষা ও চার বছরের বৃত্তি-শিক্ষা নিতে হ'ত।

॥ নয়া ব্যবস্থা ॥

"It is a fact......that no one who is not trained can today take up teaching and this applies particularly to the Secondary Schools." *

বর্তমান কালে শিক্ষণপ্রাপ্ত না হ'লে কাউকে শিক্ষকতার অনুমতি দেওয়া হয় না। বর্তমান রাশিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য তিন রকমের প্রতিষ্ঠান আছে :

(১) শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় (Teaching Training School),
(২) শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান (Teaching Institute) এবং
(৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Education Institute)।

প্রাথমিক দিকে যদিও প্রথম দুটিকে অস্থায়ী ব'লে ধরা হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে (১৯৪৭) শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় :

শিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার শিক্ষাকাল

* King Beatrice—*Education in the U. S. S. R.*, P. 57

৪ বছর। নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ১৪—২৫ বছরের যে-কোন ছেলেমেয়ে এ শিক্ষা নিতে পারে। স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। প্রত্যেকটি শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি ক'রে প্রাথমিক স্কুল থাকে, যেখানে শিক্ষকতার অভ্যাস (Teaching Practice) করানো হয়। তা'ছাড়া হোস্টেল, চাষের ক্ষেত—এসব থাকে।

পাঠ্যক্রম

রাশিয়ান ভাষা ও ভাষা-শিক্ষা-পদ্ধতি, গণিত, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্কন, সঙ্গীত, শরীর-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতি, রাশিয়ান গঠনতন্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান, শিক্ষামনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি প্রভৃতি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠদান অভ্যাস

Teaching Practice-ও পাঠ্যক্রমের অঙ্গ। বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার চলে: (১) পাঠদান নিরীক্ষণ; (২) পরীক্ষামূলক পাঠদান; (৩) একদিনের শিক্ষাদান, তারপর আলোচনা; (৪) আট সপ্তাহের পাঠদান।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Education Institute)

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হ'ল Education Institute. দু'ধরনের শিক্ষার্থীকে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় —শিক্ষকতা-পূর্ব (Pre-Service) এবং কার্যরত (In-Service)। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞানপ্রাপ্ত তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষক ও নূতন শিক্ষার্থী। নূতন শিক্ষার্থীদের বেলায় ২ বছরের অতিরিক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

কতকগুলি বিষয় অবশ্যপাঠ্য। যেমন—মার্ক্সীয় ও লেনিনীয়

দর্শন, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শরীর-শিক্ষা। এ

পাঠ্যক্রম

ছাড়া আরো কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় আছে —তার মধ্যে একটি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই সব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :

(১) সমাজ-দর্শন সম্পর্কিত বিষয়।

(২) শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়।

(৩) বিশেষ বিষয় (Mastery over the subjects)।

প্রথম দুটি সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। শিক্ষা-বিজ্ঞানের মধ্যে আছে—মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার ইতিহাস, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-পদ্ধতি*। রাশিয়ান ভাষার মধ্যে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষাও আবশ্যক।

শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে শিক্ষার সংজ্ঞা, সমস্যা, মূলনীতি, শিক্ষা-দর্শন, শিক্ষা-পদ্ধতি, তুলনামূলক শিক্ষা, শিক্ষানীতি, নীতিশিক্ষা, শ্রেণী ও স্কুল পরিচালনা ও বিদ্যালয়-বহির্ভূত কাজ†।

পাঠদান অভ্যাস

তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে পাঠদানের অভ্যাস চলে। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অনুরূপ ব্যবস্থা, তবে চতুর্থ বছরে মাত্র এক মাস অভ্যাস করতে হয়।

স্নাতকোত্তর শিক্ষণ :

শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে গবেষকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার শিক্ষাকাল তিন বছর

* Ibid, P. 104

† Ibid, P. 105

স্থায়ী। বিশেষ বিষয় নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন ও Candidate of Education অভিজ্ঞান পান। শিক্ষা-বিজ্ঞানের এটিই প্রথম ডিগ্রী।

পুনঃ-শিক্ষণ (Refresher Course) ঃ

আলোচিত দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রাশিয়ায় শিক্ষকদের শিক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্থানীয় শিক্ষা-সংসদ্ (Local education authority)-পরিচালিত 'Institute for improving Teachers qualifications' নামক প্রতিষ্ঠান আছে। এর শিক্ষাকাল ২—৩ বছর। সাধারণতঃ ক্লাস হয় সন্ধ্যায়, যাতে শিক্ষকদের পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

District Education Bureau-তে জেলার শিক্ষকরা মাঝে মাঝে মিলিত হ'য়ে শিক্ষানীতি, অভিজ্ঞতা এবং সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রত্যেকটি বড় শহরে Education Research Laboratories আছে। সেগুলি গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষকদের সাহায্য করে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা-বিজ্ঞানের গবেষণা ও শিক্ষকদের ওয়াকিবহাল করার জন্য ব্যাপক আয়োজন আছে। সাধারণভাবে শিক্ষা-বিজ্ঞান আকাদেমী, শিক্ষা-বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় এ কাজ ক'রে থাকে। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হ'ল 'শিক্ষণ-বিজ্ঞান আকাদেমী'। এই আকাদেমী শিক্ষণ-বিজ্ঞানের সাধারণ ও বিশেষ সমস্যাগুলির পর্যালোচনা, বিভিন্ন গবেষণার

পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদান-পদ্ধতির পরীক্ষা ও প্রচার, শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ ক'রে থাকে। বিশেষ ক'রে শিক্ষণ-বিজ্ঞান সম্পর্কে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা শিক্ষণ-কার্যে নিযুক্ত শিক্ষকদের জ্ঞান-বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

॥ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক-শিক্ষণ ॥

॥ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ॥

"What value dollars, or acclaim, or position in a world where justice, opportunity, and freedom are lost to us by force, by subversion, or by our own neglect ?

A chief duelwork of our heritage against any such decay has been, and is, and will be the American School System—from one room red-brick building at a country cross roads to the largest of our universities."*

"The American system of free and universal elementary and secondary education is unique in world history and a distinguishing characteristic of our society."†

পঞ্চাশটি রাজ্য নিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ও আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বায়ত্ত শাসনবিশিষ্ট। এখানে প্রতিটি মানুষের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব আছে এবং আমেরিকান নাগরিক সে-কথা বিশ্বাস করে। দেশের প্রতিটি লোক যোগ্য হ'লে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম পদেও অভিষিক্ত হ'তে পারে। বর্তমান শতকে বৈষয়িক ক্ষেত্রে আমেরিকার বিস্ময়কর উন্নতি সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনায় আমেরিকার সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি লক্ষিত হয়। সামাজিক জীবনে সর্বাঙ্গীণ

---

* James Truslow Adams—*The Epic of America*, Pp. 411—412, Little Brown 1932.

† National Council of Chief State School Officers—*Our System of Education*, 1951, P. 5.

বিকাশের সঙ্গে আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠতরভাবে সম্পর্কিত। ফল কথা, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই তার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাফল্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হেতু নিহিত আছে। মার্কিন গণতন্ত্রের লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যষ্টির কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান। আর এ দুটি বিষয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি ও তার পরিণতি।

আমাদের আলোচ্য চারটি দেশের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে নবীন। ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ভারতের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বর্তমান—হয়তো বিভিন্ন যুগের অনেক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে আমেরিকার সৃষ্টি সেদিনের—সে এখনও তার বাল্যের ইতিহাস-রচনায় ব্যস্ত। কিন্তু ঐতিহ্যকে আমেরিকানরা বিশেষ মূল্য দেয় না—তারা বরং এজন্য গর্ববোধ করে।

> "America looks forward and believes that tomorrow is always better than today."*

তাদের জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে তাদের চরিত্রের পরিচয় মেলে। ঘরছাড়া ভাগ্যান্বেষীর দল নতুন ক'রে ঘর বাঁধলো—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের কতকগুলি মানুষ। যারা নতুন ক'রে বাঁচতে চায়, তারা ভুলে যায় তাদের অতীতকে। য়ুরোপের দারিদ্র্যপীড়িত ভাগ্যবঞ্চিত মানুষ সৌভাগ্যের লোভে এদেশে এসেছিল, ধনী হ'তে হবে এই ছিল একমাত্র কামনা। এই সুবিধাবাদ পরবর্তীকালে

---

* Hans Nicholas—*Comparative Education*—Routledge & Kegan Paul, Ltd., London, P. 273

আমেরিকার জীবন-দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তার জীবন ও শিক্ষা-দর্শনে Pragmatism তার লক্ষণ।

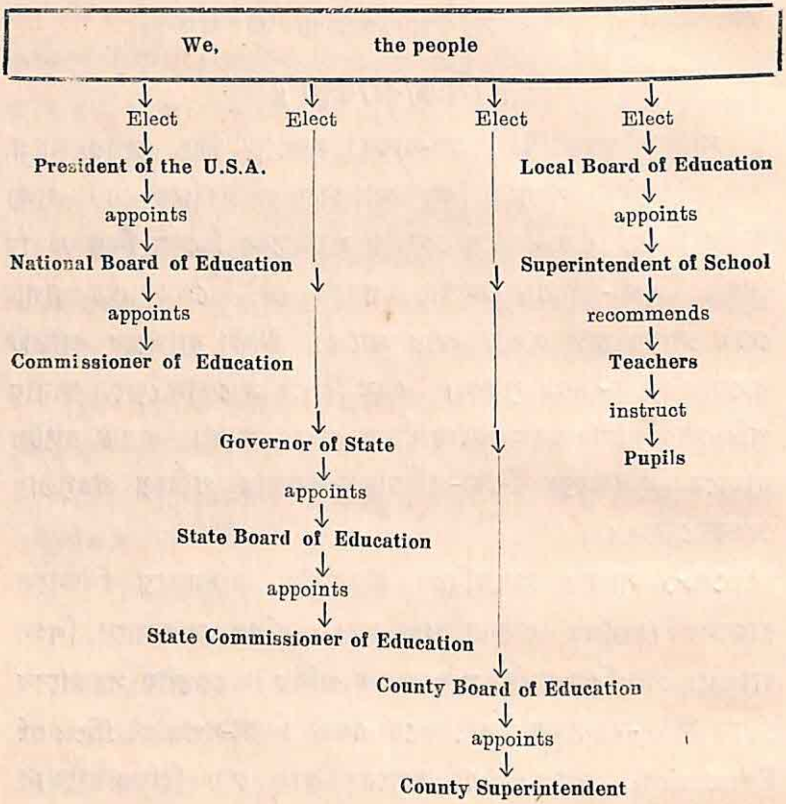
॥ *শিক্ষা-ব্যবস্থা* ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার আগে, এর পরিচালনা সম্পর্কে কিছু বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। লক্ষ্য করার বিষয়, শিক্ষা-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ কিছু করার নেই। শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় নেই—কেবলমাত্র যোগা-যোগ রাখার জন্য একটি দপ্তর আছে। শিক্ষা ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যের নীতি-নিয়ম পৃথক। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিচালক সমিতিও কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে। একটি চার্টের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-পরিচালন-ব্যবস্থার পরিচয় পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল*।

১৭৮১ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে শিক্ষাকে রাজ্যসরকারগুলির এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়েছিল, তদনুসারে শিক্ষা ব্যাপারে প্রাথমিক কর্তব্য সংযুক্ত রাজ্যগুলির। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন শিক্ষা-মন্ত্রণালয় নেই, তবে একটি শিক্ষা-দপ্তর (Office of Education) আছে। এই দপ্তরের কাজ হ'ল বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতা অন্য রাজ্যগুলিকে জানিয়ে দেওয়া, পরিসংখ্যান তৈরি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। ফলে প্রতিটি রাজ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও সামগ্রিকভাবে এক ঐক্য বর্তমান।

* Chris, A. D. Young—*Introduction to American Public Education*, NY., 1955, P. 3

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-পরিচালন-ব্যবস্থা



আমেরিকার বেশীর ভাগ নাগরিকই সরকারী বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ব'লে মনে করে এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল থাকে। বহু ক্ষেত্রেই জন-সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত শিক্ষাবোর্ড গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালনা ক'রে থাকেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার

উচ্চমান রক্ষার জন্য তাঁরা জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। নতুন বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে প্রায়শঃই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে গণভোট নেওয়া হয়*।

আমেরিকার স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা সাধারণতঃ তিন প্রকারের :

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ বছর ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪ বছর।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ বছর, জুনিয়র হাই স্কুলে ৩ বছর ও সিনিয়র হাই স্কুলে ৩ বছর।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ বছর ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ বছর।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বে তিন-চার বছরের শিশুদের নার্শারী স্কুল বা প্লে-স্কুলে পাঠানো হয়। পাঁচ বছর বয়সে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পাঠানো হ'য়ে থাকে। কোন কোন প্রাথমিক

প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেনের ব্যবস্থা আছে। সাধারণপক্ষে ৬ বছর বয়সে প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়।

পাঠ্যক্রম :

3 R অর্থাৎ পড়া, লেখা ও গণিত-শিক্ষাকে ভিত্তি ক'রেই আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে। তা ছাড়া কলাবিদ্যা ও হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য, ভাষা-বিদ্যা, পঠন ও সাহিত্য, বাচন, বানান, লিখন, সঙ্গীত, শরীর-শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজ-শিক্ষা, ভূগোল, ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞান†।

---

* U. S. I. S.—শিক্ষা ও স্বাধীনতা, পৃঃ ৬

† U. S. I. S.—*An Outline of American Education*—2nd Edition—P. 3

পদ্ধতি ঃ

এতদিন এখানে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বর্তমানে আমেরিকায় 'প্রগতি শিক্ষা-পদ্ধতি'র উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হ'চ্ছে।

জন ডিউই-র প্রভাবে প্রজেক্ট মেথড্ এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সামুদায়িক জীবনে সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার বিশেষ ক্ষমতাকে বিকশিত ক'রে তোলে। প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমেরিকার ছেলেমেয়েরা নাগরিক দায়িত্ব-বোধ পায়। সেখানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বায়ত্ত শাসনমূলক কাজে যোগ দিতে হয় এবং নাগরিকদের ছোটখাটো দায়িত্ব এখন থেকে পালন করতে শেখে।

উচ্চ বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া শুরু হয়। উচ্চ বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত :—(১) জুনিয়র হাই স্কুল ও (২) সিনিয়র হাই স্কুল।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল ৪—৬ বছর। প্রধানতঃ এখানে দু'রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়—সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

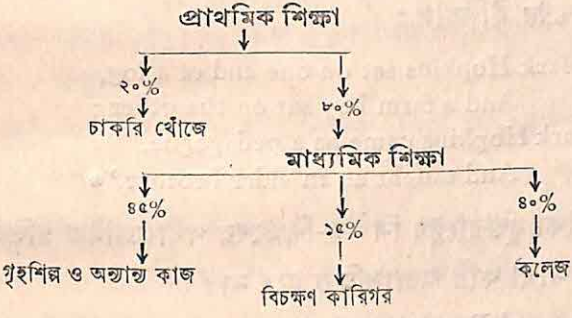
পাঠ্যক্রম ঃ

(১) **সাধারণ শিক্ষা**—ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, একটি বিদেশী ভাষা, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস, বীজগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান।

(২) **বৃত্তিমূলক শিক্ষা**—উল্লিখিত পাঠ্যসূচীর কিছু কিছু, তবে ইংরাজী, ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া গার্হস্থ্য

বিজ্ঞান (মেয়েদের জন্য), টাইপ-রাইটিং, স্টেনোগ্রাফি, বুককিপিং, কলাবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, ধাতুর কাজ, রেডিও, কৃষি-বিদ্যা, পশুপালন ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।

প্রায় অধিকাংশ স্কুলে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্কুলে সহ-শিক্ষা বর্তমান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েই অনেকে জীবিকার জন্য অন্যত্র যায়। কি পরিমাণ যায়, তার একটা আনুপাতিক হিসাব দেওয়া হ'ল :—



উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকায় বিভিন্ন ধরনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে জুনিয়র কলেজগুলি সর্বাধুনিক।

উচ্চশিক্ষা

লিবারেল আর্টস্ কলেজই হ'ল সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই কলেজে প্রথম দু'বছর ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বুনিয়াদী পাঠ্যসূচী, একটি বিদেশী ভাষা, সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয়। তারপর এখানকার শিক্ষার্থীরা অধীত বিষয়গুলির সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন—ভাষা ও সাহিত্য

বা পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রভৃতি। উচ্চতর শিক্ষার পরিধি বহু-বিস্তৃত।

॥ শিক্ষক-শিক্ষণ ॥

আমেরিকার শিক্ষা-সমস্যার আর একটি বিশেষ দিক এর শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা। পঞ্চাশটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন শিক্ষণ-ব্যবস্থা বর্তমান—অভিজ্ঞানপত্র, নিয়োগ এবং বেতনও বিভিন্ন।

শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাস :

"Mark Hopkins sat on one end of a log,
And a farm boy sat on the other ;
Mark Hopkins came as a pedagogue,
And taught as an elder brother."*

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক-শিক্ষণের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮২৩—Samuel R. Hall কর্তৃক প্রথম নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৩৯—Lexington এবং Massachustts-এ প্রথম সরকারী নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪৫—New York এবং Rhode দ্বীপে প্রথম শিক্ষা-সমিতির প্রবর্তন।

১৮৪৮—Philadelphia এবং Pennsylvania-তে নগর নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা।

* Arther Guitarman—*Death and General Putnam*, Dutton ; 1935, P. 74

১৮৫৭—জাতীয় শিক্ষক সমিতি স্থাপিত হয়।

১৮৮৭—নিউ ইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Teachers College স্থাপিত হয়।

১৯১৭—American Association of Teachers College স্থাপিত হয়।

১৯১৯—প্রগতিশীল শিক্ষক-সংস্থাগুলির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২০—ছাত্র-শিক্ষক সংস্থা স্থাপিত হয়।

১৯৩০—আমেরিকার কংগ্রেস কর্তৃক শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চলে।

১৯৩৮—আমেরিকার 'ভবিষ্যৎ শিক্ষক-সংস্থা' স্থাপিত হয়।
আমেরিকার Council of Education কর্তৃক শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশন স্থাপিত হয়।

১৯৪৬—ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে শিক্ষক-বিনিময় প্রথা চালু হয়।

১৯৪৮—শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি American Association of Colleges for Teacher Education-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৫০—Journal of Teacher Education-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯৫৩—International Council on Education for Teaching (formerly W. O. T. P.)-এর অবিবেশন বসে*।

---

* Chris, A. De Young—*Introduction to American Public Education*, McGraw Hill Book Co. Inc NY 1955, PP. 342-43

তিনটি প্রধান ধারাকে অবলম্বন ক'রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষণ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

(১) শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher Training);
(২) শিক্ষক প্রস্তুতিকরণ (Teacher Preparation);
(৩) শিক্ষকের শিক্ষা (Teacher Education)।

(১) শিক্ষক-শিক্ষণঃ প্রাথমিক দিকে শিক্ষকদের শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারপর বৃত্তিশিক্ষা হিসাবে শিক্ষকতার কৌশলগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেণী-শৃঙ্খলা, মনোযোগ আকর্ষণ ইত্যাদি কৌশল এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক দিকে নর্মাল স্কুলের মাধ্যমে এই শিক্ষাকার্য চলতো।

(২) শিক্ষক প্রস্তুতিকরণঃ লেক্সিংটন নর্মাল স্কুলের শিক্ষা-কাল মাত্র এক বছর স্থায়ী ছিল। ১৮৬০ সালে এটি বেড়ে দু'বছর হয়। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ শিক্ষক মাত্র এক বছর উপস্থিত থাকতেন, তাই আইন করা হ'ল যে, ১১ মাসের শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষকদের তৈরি ক'রে দিতে হবে। শিক্ষকদের কেবল কতকগুলি কৌশল আয়ত্ত করিয়ে দেবার পরিবর্তে শিক্ষণের ও ছাত্রদের সঙ্গে বাস করার অভ্যাস গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ল। ফলে দু'বছরের নর্মাল স্কুল স্থাপিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধ হ'ল এবং অনেক ক্ষেত্রে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল।

(৩) শিক্ষকের শিক্ষাঃ শিক্ষক প্রস্তুতিকরণে কেবল বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার শিক্ষকেরও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল।

Willum Heard Kilpatrick বলেছেন, "One trains performers, buffoons and animals, but one educates teachers." বর্তমান কালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশু-মনের উপর জোর পড়েছে বেশী। শিক্ষক-শিক্ষণও সেইরূপ হবে। কংগ্রেস কর্তৃক শিক্ষণ-ব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের E. S. Evarder-এর নেতৃত্বে "National Servey of Teacher Education" নামে একটি কমিশন বসে। কমিশন তিন বছর অনুসন্ধান ক'রে একটি রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা অনেকটা পুনর্গঠিত হয়েছে।

বর্তমান রূপ ঃ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ঃ (ক) শিক্ষকতা-পূর্ব শিক্ষণ এবং (খ) চাকুরিকালীন শিক্ষণ।

(ক) শিক্ষকতা-পূর্ব শিক্ষণ ঃ

আমেরিকায় শিক্ষকতা-পূর্ব শিক্ষণকে প্রস্তুতি-পর্ব থেকেই ধরা হয়। শিক্ষকতা-বৃত্তির জন্য উপযুক্ত লোক-সংগ্রহ একটি প্রধান কাজ। শিক্ষক-নির্বাচনের জন্য আমেরিকায় কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

নির্বাচন ঃ উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষার উন্নতির জন্য অবশ্যকাম্য। এ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেন্‌হাওয়ার তাঁর ১৯৫৩ সালের রাষ্ট্রপতির ভাষণে বলেছেন—দেশের জন্য এখন শিক্ষক প্রয়োজন, অনেক—অনেক শিক্ষক।

"The nation as a whole is not preparing teachers

or building fast enough to keep up with the increase in population."*

উপযুক্ত লোককে যাতে শিক্ষকতা-বৃত্তিতে আনা যায়, সেজন্য ১৯৩৮ সালে প্রতিটি নিম্ন বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে 'ভবিষ্যৎ শিক্ষক-সংঘ' (future teachers' club) প্রতিষ্ঠিত হয়।

যখন ইঞ্জিনীয়ারিং বা ডাক্তারী বৃত্তির জন্য নির্বাচন, প্রস্তুতি ও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষকতা-বৃত্তির জন্য কেন নির্বাচন, প্রস্তুতি ও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নেই—তা আজকের বড় প্রশ্ন। শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে নির্বাচন ও শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

নির্বাচনের সময় সাধারণতঃ দেখা হয় :

(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা।

(২) বিষয়-বহির্ভূত (extra curricular) কাজে দক্ষতা।

(৩) উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সুপারিশ।

(৪) শারীরিক দক্ষতা।

(৫) স্বর-বিশুদ্ধতা।

(৬) ইংরাজী-জ্ঞান।

(৭) সাক্ষাৎকারে যোগ্যতা।

(৮) ব্যক্তিত্ব-বিচার।

(৯) এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল।

(১০) স্বভাব।

(১১) স্কুল বা কলেজের সামগ্রিক রিপোর্ট (Cumulative record)।

---

* Ibid, P. 346

নির্বাচন চলে বিদ্যালয় থেকেই। স্কুল বা কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষকতার উপযুক্ত লোকের নাম সংশ্লিষ্ট শিক্ষণ কলেজে পাঠিয়ে দেন। শিক্ষণ কলেজ তখন উপরোক্ত উপায়ে যোগ্য লোক নির্বাচন করে।

শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ ঃ

সাধারণতঃ শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলি চার রকমের হ'য়ে থাকে।

(১) নর্মাল স্কুল।

(২) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগ।

(৪) সাধারণ কলেজের শিক্ষণ-বিভাগ।

(১) **নর্মাল স্কুল ঃ** প্রথমে Elementary স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। Elementary স্কুলের পাঠ সাঙ্গ ক'রে এখানে ট্রেনিং নেওয়া চলতো। শিক্ষাকাল ছিল এক বছর। বর্তমানে ৪ বছরের কোর্সে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে ক্রমে ক্রমে নর্মাল স্কুলগুলি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে রূপান্তরিত হ'চ্ছে।

(২) **শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ** (Teachers College) ঃ পুরাতন নর্মাল স্কুলের পরিবর্তে এই কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে শিক্ষকদের ডিগ্রী দেওয়া হয়। এখানকার পাঠ্যকাল ২ বছর থেকে ৪/৫ বছর করা হয়েছে। কয়েকটি কলেজ এম. এ., কয়েকটি কলেজ ডক্টরেট ডিগ্রী দিতে পারে।

(৩) **শিক্ষা-বিভাগ ঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কিত শিক্ষাদান-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পৃথক স্কুল

বা কলেজে হ'তে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পর ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে এসে শিক্ষালাভ করে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষার জন্য পৃথক বিভাগ আছে।

(৪) **সাধারণ কলেজের শিক্ষণ-বিভাগঃ** সাধারণ লিবারেল কলেজে শিক্ষাতত্ত্ব পাঠনার জন্য একজন অধ্যাপক এবং কয়েকজন শিক্ষক থাকেন।

শিক্ষককে সাধারণতঃ দেশের সংস্কৃতির প্রধান প্রবক্তা বলা হ'য়ে থাকে। সুতরাং তাকে সাধারণভাবে শিক্ষিত হ'তেই হবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

এছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। তিনটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন ও বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষকদের দক্ষতা থাকা দরকার।

সাধারণ শিক্ষার উপর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকায় বেশী জোর দেওয়া হয়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ্য ঃ

> "A broad education program to equip the student with a wide range of competencies is needed by him both as a person and as a professional worker. Many aspects of such general education are also part of the teachers' professional equipment. Students must be helped to see the inter-relatedness between this general education and professional education."*

---

* Sub-Committee of the Standards and Surveys Committee—*School and Laboratory Experiences in Teacher Education*, American Association of Colleges for Teacher Education, 1948, P. 61

শিক্ষকতা-পূর্ব শিক্ষণে শিক্ষা-বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান দেবার চেষ্টা করা হয়। মোটামুটি বিষয়-গুলি হ'ল: (১) শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান; (২) আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা; (৩) শিক্ষা-পদ্ধতি; (৪) বিদ্যালয় ও সমাজ; (৫) শিক্ষা-দর্শন; (৬) শিক্ষণ-বিষয়ে বিশেষ পদ্ধতি ও প্রয়োগ; (৭) মনোবিজ্ঞান ও বিশেষ বিষয়; (৮) পঠন-পাঠন নিরীক্ষণ।

পাঠ্যক্রম

শিক্ষক-ছাত্রদের দীর্ঘকালব্যাপী অবশ্যই শিক্ষাদানের অভ্যাস করতে হয়। এর কিছু অংশ অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে হয় এবং পাঠদানকালের বৃহত্তর অংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে পাঠদান ক'রে থাকেন। আধুনিকতম পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ ও স্বীয় চিন্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

শিক্ষাদানের অভ্যাস

শিক্ষকতার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে সার্টিফিকেট নিতে হবে। কারণ সার্টিফিকেট না থাকলে শিক্ষকতার অনুমতি পাওয়া সহজ হয় না। শিক্ষণ-বিষয়ে অভিজ্ঞানপ্রাপ্তরা সমাজে সম্মানের পাত্ররূপে গণ্য হয়।

অভিজ্ঞানপত্র

(খ) শিক্ষকতাকালীন শিক্ষণ:

শিক্ষকতার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে সার্টিফিকেট নিতে হয়; কাজেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত নয় এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা আমেরিকায় অত্যন্ত কম। প্রত্যেকটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক শিক্ষকদের কাজ পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনমতো উপদেশ

দেন। সাধারণ শিক্ষকরা আত্ম-সমীক্ষার পথে শিক্ষালাভ করেন। প্রতিটি শিক্ষকই এক হিসাবে ছাত্র। শিক্ষকরা নিত্যনূতন শিক্ষা পাচ্ছেন—শিক্ষাদানের জন্যই এই শিক্ষাগ্রহণ। "Learning to teach and teaching to learn are the goals of the artist teacher."* শিক্ষক যদি নিজে সর্বদা শিক্ষা গ্রহণ না করেন, তাহ'লে যে পরিবর্তনশীল জগতে তিনি অপরিবর্তনীয় হ'য়ে থাকবেন। সেজন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও মাঝে মাঝে বিভিন্ন-ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আমেরিকায় মাঝে মাঝে শিক্ষকদের নিম্নোক্ত উপায়ে অধিকতর জ্ঞান-সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রয়োজন ক্ষেত্রে ছুটি ও বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে আমেরিকায় শিক্ষকতাকালীন শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে ঃ†

(১) বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম-রচনায় অংশগ্রহণ।
(২) পাঠদান পরিদর্শন ও আলোচনা।
(৩) বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন।
(৪) বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ।
(৫) গ্রীষ্মকালীন পাঠচক্রে যোগদান।
(৬) গৃহ-শিক্ষা ও নূতন বিষয়ে পঠন।
(৭) বৃত্তি ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকতর পাঠ।

* Chris, A. De Young—*Introduction to American Public Education*, P. 355

† Ibid, P. 355

(৮) শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

(৯) শিক্ষক-বিনিময়।

(১০) শিক্ষা-বিষয়ে ওয়ার্কশপ ও ক্লিনিক।

(১১) কোন সমস্যা নিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ (Panel) আলোচনা।

(১২) বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা।

(১৩) বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্য-পদ গ্রহণ ও আলোচনায় যোগদান।

(১৪) শিক্ষক সম্মিলন।

(১৫) পুনঃ-শিক্ষা (refresher course)।

॥ আমেরিকায় শিক্ষণ-বিষয়ে সাম্প্রতিক চিন্তা ॥

(Recent trends in teacher education in the U. S. A.)

আমেরিকানরা শিক্ষকতাকে যথার্থ বৃত্তি হিসারে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির বিশেষ শিক্ষা ব্যতীত ঐ বৃত্তিতে কাজ করা নিষেধ, সেই নীতি শিক্ষকতা-বৃত্তি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষককে বলা হ'য়ে থাকে Social Engineer. আমেরিকায় শিক্ষণকাল শেষ হবার পর শিক্ষকতার অনুমতি পায়। অবশ্য অনেক শিক্ষক দু'বছর শিক্ষণ নিয়ে সাময়িক-ভাবে শিক্ষকতা করতে পারেন এবং মাঝে মাঝে Summer Course ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে শিক্ষণ সম্পূর্ণ করেন।

সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু-মনোবিজ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'চ্ছে। Gestalt psychology-র দিকে লক্ষ্য বেশী।

সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দর্শনের দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছে। শিক্ষানীতির চেয়ে শিক্ষা-দর্শনের দিকে যেন বেশী লক্ষ্য পড়েছে।

সাম্প্রতিক চিন্তা শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক-একটি সমাজরূপে গড়ে তোলার। সামুদায়িক জীবনে গণতান্ত্রিক অভ্যাসের মাধ্যমে শিক্ষাকার্য চলবে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের কিছু প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়বেই।

শিক্ষাদান-অভ্যাসকে পরীক্ষাগারে গবেষণারূপে চিন্তা করার প্রয়াস অলক্ষ্য নয়। এজন্য পাঠটীকা ও পরিদর্শনের কাঠিন্য শিথিল করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা গবেষণা-পদ্ধতিতে কাজ করবে। বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষাদান, অভীক্ষা, মাতাপিতার সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ হবে।

শিক্ষণ-পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কেও চিন্তা এসেছে। বক্তৃতার পরিবর্তে আলোচনা, গবেষণা ইত্যাদির সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা চলছে। শিক্ষণ-বিষয়ে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের audo-visiral aids, films tape recorder, film-strips ইত্যাদির যথার্থ ব্যবহার শিক্ষা দেবার দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছে।

বৃত্তি-শিক্ষার সঙ্গে বিষয়-শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে সবরকম শিক্ষণকে স্নাতক-পর্যায়ে আনার চেষ্টা চলেছে। শিক্ষণ-বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা-বিষয়ে চিন্তা শুরু হয়েছে।

॥ ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণ ॥

॥ ভারতবর্ষের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ॥

"The true teacher who can immediately come down to the level of the student, and transfer his soul and see through and understand through his mind."

—*Swami Vivekananda*

ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার মতোই তার শিক্ষা-ব্যবস্থা অতি সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়। তবে আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে ইংরেজ আমল থেকে। এর শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা আরও আধুনিক।

॥ *শিক্ষক-শিক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* ॥

আধুনিক কালের জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। খোঁজ নিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষে শিক্ষক-শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা পূর্বযুগে ছিল না। উত্তর-পলাশী যুগে শিক্ষাক্ষেত্রের পাশ্চাত্যীকরণ ও প্রসারের ফলে এই সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। সে-যুগের শিক্ষকরা সাধারণতঃ তাঁদের স্মৃতি থেকে পূর্বতন শিক্ষকদের পদ্ধতি আহরণ ক'রে স্বক্ষেত্রে অনুসরণ করতেন বা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। এ সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"Natural gifts or the influence of a good teacher under whom they studied in their childhood."*

সেকালে স্কুলে আর একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হ'ত। উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রদের দিয়ে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ বা অগ্রসরদের

* Saiyadin, K. G.—*Compulsory Education in India.*

দিয়ে অনগ্রসরদের পাঠদান ব্যবস্থা। এভাবে শিক্ষাদান ব্যাপারে ছাত্র অবস্থাতেই কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে। Dr Andrew Bell এই পদ্ধতিতে এত চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, পরবর্তী কালে ইংলণ্ডে তার প্রবর্তন করেছিলেন। এই পদ্ধতির নাম মাদ্রাজ পদ্ধতি।

মাদ্রাজ পদ্ধতি

বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ন্যায় শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থাও প্রথমে মিশনারিদের দ্বারা প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়। আলেকজাণ্ডার ডাফ শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার জন্য প্রথম নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। বোম্বাইয়ে Native Educational Society-র মাধ্যমে লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টোন (Lord Elphinstone) বোম্বাইয়ে প্রথম নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন।

মিশনারি প্রচেষ্টা

ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথম আলোচনা দেখি ১৮৫৪ সালে Wood-এর Education despatch-এ। তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষকদের শিক্ষাদান-পদ্ধতির ত্রুটিগুলির উল্লেখ করেছেন এবং ইংলণ্ডের অনুরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। এর ফলে ১৮৫৯ সালে এদেশে কিছু নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়।

ভারতবর্ষের শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ১৮৮২ সালে Indian Education Commission বসে। এই কমিশন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। তাঁদের সুপারিশমতো কিছু নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশন সুপারিশ করেন, এই সমস্ত নর্মাল স্কুল সরকারী

১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন

সাহায্য পাবে কিন্তু পরিচালনার ভার থাকবে বেসরকারী লোকের হাতে। এ ব্যবস্থা চালু হবার পর সাধারণ লোকের মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু অনিয়মিত ও সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতাবশতঃ কিছুদিনের মধ্যেই এ ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশেষ আলোচনা হয়নি। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এ-ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শুরু হয় ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজে Government Normal School, পরে যার নাম হয় Teachers College. লাহোরে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৮৮০ সালে। ১৮৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কার্যকালে ভারতবর্ষে মাত্র দুটি এ-ধরনের কলেজ ছিল। ১৯০২ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিকা-শিক্ষণ-কেন্দ্র ছিল না। সাধারণ শিক্ষণ-কেন্দ্রে মহিলারা শিক্ষা নিতেন। প্রাথমিক দিকে সমস্ত শিক্ষিকাই ছিলেন খ্রীষ্টান। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত মোট ৫১৫ জন শিক্ষিকা শিক্ষা নেন। ১৮৬৬ সালে মেরী কার্পেন্টার এদেশে আসার পর দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ঘটে। তিনি শিক্ষিকাদের শিক্ষণের ব্যবস্থাও করেন। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ১৯০০ সাল পর্যন্ত মাত্র ১,৪১২ জন শিক্ষিকা শিক্ষালাভ করেন।

১৯২২ সালে দেখা যায়, ভারতবর্ষে মোট শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের সংখ্যা ১,০৭২টি। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা কেবলমাত্র অধীত বিদ্যাকে মার্জিত করার জন্য—আসলে কিছু হ'ত না। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের মত হ'ল :—

"By holding out the bribe of a stipend, and perhaps

by the use of some thinly veiled compulsion, there are gathered in the "Guru training" Schools a number of teachers whose knowledge of the subjects they teach is little above that of the unfortunate taught."*

১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্মের দ্বারা প্রাদেশিক সরকার শিক্ষার দায়িত্ব নেন। শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘট্‌লেও শিক্ষক-শিক্ষণের উন্নতি লক্ষিত হ'ল না। সে সময় সার্‌ ফিলিফ হার্টগের সভাপতিত্বে একটি কমিটি বসে। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। রিফ্রেসার কোর্সের কথাও বললেন। হার্টগ কমিটি জনপ্রিয় না হ'লেও এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এতদিনে শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা একটি নীতির মধ্যে এল।

হার্টগ কমিটি

১৯০৪ সালে প্রকাশিত লর্ড কার্জনের 'শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবে' তিনি ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের গুণাবলী ও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদেরও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তিনি প্রস্তাব করলেন, পূর্ব-স্নাতকদের দু'বছরের ও স্নাতকদের এক বছরের ট্রেনিং নিতে হবে। তিনি বললেন—

"There should be closer association on theory with practice, and for this purpose good practising schools should be attached to training colleges."

লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণ-ক্ষেত্রে যুগান্তর আনলেন। বোম্বাইয়ে Secondary Training College স্থাপিত হয় ১৯০৬

* Nurullah & Naik—*History of Education in India*, P. 547

সালে এবং কলিকাতায় ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয় ১৯০৮ সালে।

১৯১৬ সালে স্থাপিত Calcutta University Commission আই. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় সাধারণ বিষয় হিসাবে 'শিক্ষানীতি'র সুপারিশ করেন।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক সরকার মহাত্মা গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাসমরের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সবরকম অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও সুপারিশের জন্য ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও ১৯৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বসে। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে।

॥ আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা ॥

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতবর্ষের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থার মধ্যে সর্বভারতীয় কোন রূপ দৃষ্ট হয় না। সাম্প্রতিক কালের বুনিয়াদী শিক্ষণের মধ্যে এর প্রাথমিক প্রচেষ্টা অবশ্য অলক্ষ্য নয়। সাধারণপক্ষে দু'রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে—(১) গতানুগতিক শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও (২) বুনিয়াদী শিক্ষণ-ব্যবস্থা।

(১) গতানুগতিক শিক্ষণ-ব্যবস্থা :

এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে; বিশাল ভারতের ৪০ কোটি লোকের উপযুক্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেকেই এখনও শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা চলে, শিক্ষক সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ উপযুক্তভাবে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত নন। এই বিশাল ও বিপুল অ-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করাই এখন প্রধানতম কাজ। সেইজন্য জরুরী অবস্থার ন্যায় এঁদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা অস্থায়িভাবে চলছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, যেখানে কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রশ্ন জাগ্রত, সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন অর্থহীন।

উক্ত আলোচনার জের টেনে বলা চলে যে, দেশের অধিকাংশ শিক্ষক যখন শিক্ষণপ্রাপ্ত নন, সেখানে শিক্ষকতাকালীন বিশেষ শিক্ষণের প্রশ্ন অবান্তর! এদেশের শিক্ষকদের— তা কর্মরত-ই হ'ন বা নবাগত-ই হ'ন—শিক্ষণ-প্রসঙ্গে সকলকে Pre-service হিসাবে গণ্য করা চলে।

শিক্ষকতা-পূর্ব শিক্ষণ

গতানুগতিক রীতিতে দু'রকমের শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রচলিত :

(ক) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য।

(খ) মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য।

(ক) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ : সাধারণতঃ এক বছরের শিক্ষাকাল; তবে কোথাও কোথাও দু'বছরও দেখা যায়। এখানে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষক বা প্রাথমিক শিক্ষকতালাভেচ্ছু ব্যক্তি শিক্ষা নিতে পারেন। এখানকার শিক্ষার্থীদের নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন বা তদনুরূপ অন্য কিছু।

পাঠ্যক্রমের দিকে শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, পদ্ধতি ছাড়াও কিছু কিছু বিষয় শিক্ষাও দেওয়া হয়।

(খ) **মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণঃ** মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য স্নাতক-পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাকাল এক বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগ বা অনুমোদিত যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকই এই শিক্ষা নিতে পারে। পাঠ্যক্রমের দিকে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষা-পদ্ধতি, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, বিদ্যালয় পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণের বিশেষ পদ্ধতিও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

পাঠদান অভ্যাস

এক বছরের স্বল্পকালীন শিক্ষায় পাঠদান অভ্যাস আরও স্বল্পকাল ধরে হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ ৪ সপ্তাহের পাঠদান অভ্যাস চলে। কোথাও কোথাও বা সামান্য কিছু কম-বেশী হ'য়ে থাকে।

অভিজ্ঞান

স্নাতক-পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী দেয়। এত অল্প সময়ে ডিগ্রীলাভ বোধ হয় এই একটিই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে অভিজ্ঞানের নাম বিভিন্ন। যেমন—বি. টি., বি. এড্. ইত্যাদি।

(২) **বুনিয়াদী শিক্ষণ-ব্যবস্থা ঃ**

সাধারণ ইতিহাস

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমী ভাবধারার মিলনের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রচিত শিক্ষাধারার পরিবর্তে নূতনতর শোষণহীন, বিকেন্দ্রিত, শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থার চিন্তা করলেন জাতির জনক

মহাত্মা গান্ধী। ১৯৩৭ সালে ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

এই নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সাধারণ শিক্ষক দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে না। কেবল আদর্শবাদী অভিজ্ঞ শিক্ষক হ'লেই হবে না—শিল্পকেন্দ্রিক সৃজনাত্মক শিক্ষা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। বুনিয়াদী পদ্ধতির প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল ওয়ার্ধায় ১৯৩৮ সালে। তার নাম বিদ্যামন্দির ট্রেনিং স্কুল। তারপর দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় জামিয়া-মিলিয়া প্রতিষ্ঠান।

সার্জেন্ট রিপোর্ট-এ এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ করা হয়েছে। এখানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায়ে সার্বজনীন করার সুপারিশ করা হয়েছে। নির্বাচন, রিফ্রেসার কোর্স ইত্যাদি বিষয়েও বলা হয়েছে।

বর্তমান রূপ ঃ

বর্তমানে তিন প্রকারের বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু আছে ঃ—

(১) নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ;
(২) উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ;
(৩) স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

(১) নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ

নিম্ন-বুনিয়াদী বা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাকাল দু'বছর। তবে জরুরী অবস্থার জন্য এখন এক বছরের শিক্ষাকাল রাখা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন বা তার সমতুল্য। অধিকাংশ কলেজে সহ-শিক্ষা বর্তমান।

নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়বিধ শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি, শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষার ইতিহাস, শরীর-শিক্ষা, কলাবিদ্যা, শিল্প, অঙ্কন, সঙ্গীত, কৃষি ইত্যাদি। শিশু-পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পাঠ্যক্রম

বুনিয়াদী শিক্ষা উৎপাদনাত্মক শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষণ-পদ্ধতিও আবশ্যিকভাবেই শিল্পকেন্দ্রিক।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা স্মরণযোগ্য। সামুদায়িক জীবনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এই শিক্ষণের অন্যতম অঙ্গ।

(২) উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ

উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই ট্রেনিং নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আই. এ., আই. এস্-সি. বা তার সমতুল্য। অন্যান্য বিষয়ে নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণের অনুরূপ।

(৩) স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ

মাধ্যমিক বা উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এই শিক্ষণের ব্যবস্থা। নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। শিক্ষা পদ্ধতি ও নীতি অন্য বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রের মতোই। শিক্ষণকাল এক বছর। উৎপাদনধর্মী সৃজনাত্মক কাজ ও শিক্ষা বিষয়ে আধুনিকতম চিন্তার সঙ্গে সংযোগ

রাখার চেষ্টা করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর সামুদায়িক জীবন আর পরিচালনা ব্যাপারে যতদূর সম্ভব গণতান্ত্রিকতা বজায় রাখা।

স্নাতক পর্যায়ের এই ট্রেনিং কোন কোন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদন পেয়েছে। তবে অধিকাংশ প্রদেশেই এই শিক্ষণ-ব্যবস্থা এককভাবে চলেছে।

॥ *শিক্ষণ-ব্যবস্থার ত্রুটি* ॥

ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, বর্তমান শিক্ষণ-ব্যবস্থার ত্রুটি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান ত্রুটিগুলি হ'ল ঃ

(১) শিক্ষণের সঙ্গে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের বিশেষ যোগ নেই। সেজন্য অনেকে ট্রেনিংকে অবাস্তব ব'লে মনে করেন। তাঁদের মতে, ট্রেনিং কলেজগুলি Ivory Tower সদৃশ।

(২) ট্রেনিং কলেজে তাত্ত্বিক (Theory) বিষয়ের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

(৩) শিক্ষার নূতন নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষণের সময় প্রয়োগ করা হয় না।

(৪) শিক্ষার্থী নির্বাচন ঠিকমতো হয় না। নির্বাচনের সঠিক কোন নীতি-নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়নি।

(৫) উচ্চশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য নেই।

(৬) পাঠদানে (Teaching Practice) বেশী সময় দেওয়া হয় না।

(৭) কাজের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা ট্রেনিং কলেজ দেয় না।

(৮) ট্রেনিং কলেজে গণতান্ত্রিক অভ্যাসের সুযোগ কম।

(৯) শিক্ষকতাকালীন শিক্ষণ ও রিফ্রেসার কোর্সের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নেই।

(১০) গবেষণার সুযোগ কম।

ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় এবং অন্যতম প্রধান ত্রুটি হ'ল এর সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী কাজের অভাব। পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ট্রেনিং কলেজগুলিকে নূতনভাবে গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি কারুর নেই। ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখা গেছে, সে-সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিকরূপে স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষণ-ব্যবস্থাও যতদূর সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবাধীন করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অবস্থা অন্যরূপ। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। তবে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণের ভার নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়।

যদিও সাম্প্রতিক কালে বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজগুলি কাজ শুরু করেছে, তথাপি ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতির প্রচলন হয়নি। বিশেষ ক'রে বুনিয়াদী শিক্ষণের সঙ্গে (কয়েকটি প্রদেশ বাদে) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই।

॥ শিক্ষণ-পরিকল্পনা ॥

ভারতবর্ষের শিক্ষণ-ব্যবস্থার এই নৈরাজ্যবাদ অবশ্যই কাম্য নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার যথার্থ রূপায়ণের মাধ্যমে শিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিক্ষা-জগতে রূপান্তর এনেছে, এদেশের শিক্ষকদের তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শিক্ষকতা যে কেবল একটি বৃত্তিই নয়—জীবন-পথ, এ-বোধ আনতে হবে। আলোচিত তিনটি দেশের শিক্ষণ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে হবে।

ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য :

সাধারণভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী-ভাগ করা চলে :

(ক) **দার্শনিক উদ্দেশ্য :**

শিক্ষককে শিক্ষাগত আদর্শে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

(খ) **সামাজিক উদ্দেশ্য :**

(১) সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করবে।

(২) দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করবে।

(৩) যে শক্তি নিয়ত সমাজের পরিবর্তন ক'রে চলেছে, সেই শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে।

(৪) সমাজকে উন্নত করার উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি করবে।

(গ) **কার্যকরী উদ্দেশ্য :**

(১) শিক্ষার নিয়ামকরূপে শিক্ষককে গড়ে তুলবে।

(২) শিক্ষককে উপদেষ্টার ভূমিকা নেবার মতো যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করবে।

(৩) সংস্কৃতির মাধ্যমরূপে কাজ করতে শিক্ষা দেবে।

(৪) সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজের অন্যান্য লোকের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করবে।

(৫) সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ-সেতুরূপে কাজ করার শিক্ষা দেবে।

(৬) শিক্ষককে বৃত্তিমূলক সংস্থার একজন সদস্য হিসাবে কাজ করার শিক্ষা দেবে।

(৭) শিক্ষক সমাজের সদস্য হ'য়ে বৃত্তির উন্নতির জন্য কাজ করার উপযুক্ত মনোভাব সৃষ্টি করবে।

এই উদ্দেশ্যগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতবর্ষের শিক্ষণ-ব্যবস্থায় আশু অথচ সুচিন্তিত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা করার পূর্বে নিম্নলিখিত চারটি নীতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার :—

(১) এমনভাবে শিক্ষণ-ব্যবস্থা করা দরকার যাতে শিক্ষা-সংস্কারের কাজে শিক্ষকরা এগিয়ে আসেন। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-সংস্কারের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণের সামঞ্জস্য থাকে।

(২) জাতীয় শিক্ষা-সম্প্রসারণের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) শিক্ষক-শিক্ষণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বর্তমান ত্রুটিগুলির নিরসন অবশ্যই কাম্য।

(৪) দেশের পরিমিত সম্পদের মধ্যে পরিকল্পনাকে সীমিত রেখে শিক্ষা-সম্প্রসারণকে বাস্তবমুখী করতে সাহায্য করা।

সরকার-প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত নন, এমন শিক্ষকের সংখ্যা ৪,০৬,১৩১* এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতবর্ষে শিক্ষকের প্রয়োজন হবে আনুমানিক ৬,৫৫,৬৪৪ জন৭।

এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের শিক্ষণ-ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মতো দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষণের প্রশ্নই এখানে অবান্তর। ভারতবর্ষের মতো আর্থিক অস্বচ্ছল দেশের পক্ষে শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে, এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাস্তবতঃ সম্ভব নয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ে যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অর্থাৎ এক বছরের শিক্ষণ, এদেশেও সেইরূপ—তবে তার চেয়েও স্বল্পকালীন শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পরিকল্পনার ন্যায় শিক্ষণের ক্ষেত্রেও একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। মোটামুটিভাবে পরিকল্পনাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে :—

(ক) জরুরী অবস্থায় স্বল্পকালীন শিক্ষণ-ব্যবস্থা।

(খ) দীর্ঘকালীন সর্বাঙ্গীণ শিক্ষণ।

(গ) শিক্ষণপ্রাপ্তদের পুনরায় শিক্ষণ।

(ঘ) বৃত্তিশিক্ষায় নিযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ।

---

* Dr L. Mukherjee—Problem of Teacher Education and Third Five Year Plan, *Education*, June 1959, P. 8

৭ Ibid, P. 17

॥ ভারতবর্ষের শিক্ষণ-বিষয়ে সাম্প্রতিক চিন্তা ॥

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষণ-ব্যবস্থা সময়ের দিক দিয়েও পর্যাপ্ত নয়। ইংলণ্ডে শিক্ষণ ২ বছর থেকে ৩ বছর করা হয়েছে, আমেরিকায় ৪ বছর থেকে ৫ বছরে। এদিক দিয়েও ভারতবর্ষে চিন্তা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সর্বদেশের চিন্তা হ'ল, বৌদ্ধিক সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তি-নির্বাচন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা। রাশিয়া ও আমেরিকায় এই বিধি প্রচলিত। ইংলণ্ডও এ-বিষয়ে চিন্তা করছে। ভারতবর্ষের কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ এ-সম্পর্কে চিন্তা শুরু করেছেন*।

In-service Education যে অত্যাবশ্যক, এ সম্পর্কে ভারতবর্ষে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশিষ্ট কয়েকটি ট্রেনিং কলেজ extension work-এর মাধ্যমে কিছু কিছু কাজও শুরু করেছে। এই পুনঃ-শিক্ষণের ব্যবস্থা যে সব সময় সরকারই করবেন তা নয়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়-পরিদর্শক বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার, আলোচনা-চক্র, ওয়ার্কশপ্ ইত্যাদির মাধ্যমে করতে পারেন†।

ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তথা শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থায় এদিকে

---

* Chari, M. S. V.—The Problem of Training Teachers—*The Progress of Education*, Vol. XXXIV, No. 1, August 1959, Pp. 21—22

†Rattanpal, H. C.—Professional Growth of Teachers—*Educational India*, Vol. XXV, No. 7, January 1959, Pp. 274—278

বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয় না। গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে এর প্রয়োজনও ছিল না। বৃত্তিশিক্ষার কলেজ ছাড়া শিশুদের বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৃত্তিশিক্ষা নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এমত ক্ষেত্রে শিশু-শিক্ষায় নিযুক্ত বৃত্তি-শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রয়োজন অননুভূত নয়। ভারত সরকার সম্প্রতি এ সম্পর্কে পরিকল্পনা নিয়েছেন। যদিও এই পরিকল্পনা ব্যাপক নয়, তথাপি এর প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে।

বৃত্তিশিক্ষায় নিযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ

=আমাদের প্রকাশিত=

।। শিক্ষানীতির কয়েকটি বই ।।